দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১৩

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ম) 'ইমাম গাজ্জালীর মিষ্টিপ্রীতি'

[না, এটি সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ইমাম গাজ্জালীর কোনো গল্প নয়। এই গল্পের নায়ক জনাব ইমাম গাজ্জালী ছিলেন বাংলাদেশের এক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অত্যন্ত মেধাবী একজন নির্বাহী প্রকৌশলী। ইসলামী পোষাক-পরিহিত শ্মশ্রুধারী সদাহাস্যময় এই ভদ্রলোক ইসলামের কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টা করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর কিঞ্চিত ভোজনবিলাসিতা ছিলো, যা তিনি নিজেও স্বীকার করতেন। একদিন মধ্যাহ্ন বিরতির অবসরে তাঁর দাপ্তরিক কক্ষে দু'জন অধঃস্তন প্রকৌশলীর সাথে তাঁর নিম্নোক্ত কথোপকথন হলো।]

প্রথম স্থানঃ ঢাকার নিকটস্থ এক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অফিস
দ্বিতীয় স্থানঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সন্নিহিত আবাসিক ফ্ল্যাট
প্রথম পাত্রঃ নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব ইমাম গাজ্জালী
দ্বিতীয় পাত্রঃ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মামুন-উর-রশীদ
তৃতীয় পাত্রঃ সহকারী প্রকৌশলী জনাব ফরিদ আলী

ইমাম গাজ্জালীঃ ফরিদ সাহেব, মামুন সাহেব, আপনারা দু'জন খুব চমৎকার মানুষ। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে খুব পছন্দ করি। কিন্তু একটা জিনিস আপনাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, এই দুনিয়াটা মাত্র দু'দিনের। ইবাদাত-বন্দেগী না করলে আখেরাতে নাজাত মিলবে না।

মামুনঃ স্যার, আমার একটা কথা আছে। ব্যাপার হলো, এখন হচ্ছে খাওয়ার সময়। তাই এই মুহূর্তে বরং একটু খাওয়া-দাওয়ার গল্পই করা যাক।

ইমাম গাজ্জালীঃ (দু'পাশে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে) না-না, এখন শুধু খাওয়ার সময় নয়, নামাজেরও সময়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জোহরের ওয়াক্ত শুরু হবে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনারা আজ চলুন আমার সংগে নামাজের ঘরে।

ফরিদঃ সে না হয় যাওয়া যাবে স্যার। কিন্তু মামুন ভাই খাওয়া-দাওয়ার প্রসংগ তোলাতে আমার আবার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মিষ্টান্ন ভান্ডারের সেই অবাক সন্দেশ আর রাঘবসাইয়ের কথা।

ইমাম গাজ্জালীঃ সেটা কি জিনিস?

[ইমাম গাজ্জালী সাহেবের একটা মুদ্রাদোষ ছিলো- কথায় কথায় 'কি জিনিস?' প্রশ্নটি করা।]

ফরিদঃ সেটা যে কি জিনিস, তা আপনি নিজে না খাওয়া পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারবেন না স্যার!.... রাজশাহী শহরের একেবারে এক নম্বর মিঠাই হলো এই অবাক সন্দেশ আর রাঘবসাই!!

মামুনঃ আরে, রাখুন ফরিদ সাহেব আপনার রাঘবসাই! আমাদের পোড়াবাড়ীর চম্‌চম্‌ একবার মুখে দিলে আর অন্য কোনো মিষ্টিই আপনাদের মুখে রুচবে না- এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি। এক নম্বরের নীচে যদি কোনো নম্বর থাকে, তো সেই নম্বরের মিঠাই হলো এই পোড়াবাড়ীর চম্‌চম্‌!

ইমাম গাজ্জালীঃ (জ্ঞানীসুলভ মুচকি হাসি দিয়ে) এখন একটা কথা বলি আপনাদেরকে। দু'জনেই মন দিয়ে শুনুন। আসল কথাঃ আল্লাহ্‌পাক আমাদের যাকে যেখানেই পয়দা করুন না কেন, সেই জায়গার কিছু কিছু জিনিসের প্রতি তিনি আমাদের দিল্‌কে জান্নাতী মহব্বতে পূর্ণ ক'রে দেন। সেই জিনিসটা খাবার হতে পারে, আবার প্রকৃতির অন্য কোনো চীজও হতে পারে। আসলে এগুলো সব-ই হচ্ছে– 'মায়া'। ঐ জায়গার বাইরের কোনো লোকের নিকট সেগুলোর কানাকড়িও দাম নেই! আবার আখেরাতের দৃষ্টিকোণ থেকেও দুনিয়ার এ-সকল চীজের এক পয়সার মূল্য নেই!!

[সেদিনকার মত সেখানেই তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটলো। ফরিদ সাহেব ও মামুন সাহেব বাহ্যিকভাবে ইমাম সাহেবের কথা মেনে নিলেও মনে মনে কিছুটা অসন্তুষ্ট হোয়ে রইলেন। ঘটনাচক্রে তার ঠিক দু'দিন পরেই ফরিদ সাহেবের শ্যালক রানা রাজশাহী থেকে বেড়াতে এলো। উদ্দেশ্যঃ বোন ও দুলাভাইয়ের সাথে কিছুদিন সময় কাটানো। রানা সংগে নিয়ে এসেছিলো তরকারীর বড়ি, পাটালী গুড় ও সেই মিষ্টান্ন ভান্ডারের এক বাক্স ক'রে অবাক সন্দেশ আর রাঘবসাই। পরদিন- বেশী নয়- শুধুমাত্র একটা ক'রে সন্দেশ ও রাঘবসাই একটা পরিষ্কার এন্‌ভেলাপে মুড়ে ফরিদ সাহেব অফিসে এলেন এবং মধ্যাহ্ন বিরতির সময় সেটা তুলে দিলেন তাঁর বস্‌ ইমাম গাজ্জালীর হাতে।]

ইমাম গাজ্জালীঃ কি জিনিস এটা ফরিদ সাহেব?

ফরিদঃ কি জিনিস তা মুখে দিলেই টের পাবেন স্যার।

ইমাম গাজ্জালীঃ (খাওয়ার পর দু'চোখ বন্ধ ক'রে হাসি হাসি মুখে) এটা কি...এটা কি সেই....?

ফরিদঃ জ্বী, জ্বী, এটা সেই দুনিয়াদারীর মিঠাই– মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টি, যার প্রতি আমার দিলে খোদা জান্নাতী মহব্বত পয়দা ক'রে দিয়েছেন।

ইমাম গাজ্জালীঃ (লজ্জিত কণ্ঠে) আমায় শরমিন্দাহ্‌ করবেন না ফরিদ সাহেব। জিনিসটার মধ্যে আসলেই জান্নাতী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

[সেদিন সন্ধ্যায় ফরিদ সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজায় ঠক্‌ ঠক্‌ আওয়াজ। দরজা খুলেই তিনি তাজ্জব বনে গেলেন। স্বয়ং ইমাম গাজ্জালী সাহেব তাঁর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।]

ফরিদঃ আস্‌সালামু আলাইকুম্‌। কি সৌভাগ্য! আসুন স্যার, ভেতরে আসুন।

ইমাম গাজ্জালীঃ ওয়ালাইকুমুস্‌ সালাম। (সোফায় বসতে বসতে) মাগ্‌রেবের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বাসায় ফিরছিলাম। তো ভাবলাম আপনাদের বাসায় একবার ঢুঁ মারি।

ফরিদঃ খুব ভালো করেছেন স্যার।

[রানার সাথে ইমাম গাজ্জালী সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলেন ফরিদ সাহেব।]

ফরিদঃ রানা, তোমার আপাকে বলো একটু চা বানাতে।

ইমাম গাজ্জালীঃ না থাক। ভাবীকে আর চুলো জ্বালানোর ঝামেলায় ফেলেন না। (রানা ভেতরে চলে যেতেই নীচু গলায়) আচ্ছা, ইয়ে....ফরিদ সাহেব, আপনাদের বাসায় সেই মিঠাইগুলো আর নেই?

ফরিদঃ কোন্‌ মিঠাইয়ের কথা বলছেন স্যার?

ইমাম গাজ্জালীঃ ঐ যে আজ দুপুরে যেগুলো আমাকে খাওয়ালেন?

ফরিদঃ সেই অবাক সন্দেশ আর রাঘবসাই?

ইমাম গাজ্জালীঃ ঠিক ধরেছেন।

ফরিদঃ আমি ঠিক জানি না আর আছে কি না। দেখি গিন্নীকে জিজ্ঞেস করি।

[ফরিদ সাহেবও ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি মিষ্টির প্লেট হাতে ফিরে এলেন, তখন ইমাম গাজ্জালী সাহেবের মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হোয়ে গেল।]

ফরিদঃ আপনার বরাত ভালো যে, সামান্য ক'টি ছিলো। নিন স্যার, বিস্‌মিললাহ্ করুন।

ইমাম গাজ্জালীঃ ওতেই চলবে, ওতেই চলবে। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্। (তারপর একটা সন্দেশ মুখে পুরতে পুরতে) ইয়ে,...সেদিন যে মন্তব্যটি করেছিলাম, তা এখন একটু সংশোধন করছি। আসলে এই দুনিয়াতে সত্যিকারের ভালো চীজের কদর সব মানুষের কাছেই রয়েছে। শুধু 'মায়া' বলে জিনিসটাকে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। হেঃ হেঃ হেঃ....!!!

(কল্পনার তুলিতে আঁকা জীবনের বাস্তব ছবি)

(য) 'অস্ট্রেলিয়ান ঘাস-ফড়িং'

*[**প্রেক্ষাপটঃ** ২০১০ সালে সিডনীতে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক গরীব সম্মেলনে' যোগদান করতে আসা বাংলাদেশের জনৈক গরীব ব্যক্তি ফজলের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক মিঃ মরগান অ্যান্ডারসন। পাশেই একটা টেলিভিশনে অস্ট্রেলিয়ার ওয়াইল্ড্ লাইফ-এর ওপর একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছিলো। ফজলের চোখ বার বার সেদিকে চলে যাচ্ছিলো। তবু সে যথাসম্ভব মনোযোগ সহকারে সাংবাদিক প্রবরের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলো। কারণ হাজার হলেও ব্যাপারটির সংগে তার 'দ্যাশের ইজ্জত'-এর প্রশ্ন জড়িত ছিলো। যথারীতি অনূবাদক যন্ত্রের মাধ্যমে দু'জনের কথোপকথন চলছিলো। নীচে তার বাংলা আঞ্চলিক কথ্য রূপটি বর্ণিত হলো।]*

মরগ্যানঃ ফাজেল সাব, আমি ডেইলী সুপারস্টারের তরফ থন্ আফনের একখান ইন্টারবিউ লইতে আইছি। আমার নাম মরগ্যান অ্যান্ডারসন।

ফজলঃ কি নাম কইলেন, 'মুরগার আন্ডা'? হেইডা কুনো নাম হইলো নাকি? আফনে আমারে হাসাইলেন! 'মুরগীর আন্ডা' হইলে তাও একখান কথা আছিলো!

মরগ্যানঃ জ্বেনা, আফনে ভুল শুনছেন। আমার নাম মরগ্যান।.....আইচ্ছা ফাজেল সাব, সিডনীতে আইয়া আফনের কেমুন লাগতাছে?

ফজলঃ বিদ্যাশ আইলে ভালাই তো লাগনের কতা! আমারও ভালাই লাগতাছে।

মরগ্যানঃ কুন্ কিসিমের ভালা, এট্টু বুজায়া কইবেন কি?

ফজলঃ হেইডা বুজানার কাম মেলা কঠিন! আফনে নিজে বিদ্যাশ গ্যালে তয় বুজতেন।

মরগ্যানঃ আমি একবার বিদ্যাশ গেছিলাম তো!

ফজলঃ কুন্‌হানে গেছিলেন?

মরগ্যানঃ ইন্ডিয়া আর আফনেগো বাংলাদ্যাশ।

ফজলঃ ধূর মিঞা, হেগুলান আবার বিদ্যাশ হইলো নাকি?

মরগ্যানঃ হইবো না ক্যান্?

ফজলঃ তয় কেমুন লাগছিলো আফনের?

মরগ্যানঃ ভালাই তো!

ফজলঃ সবছুই ভালা?

মরগ্যানঃ না-না, কিছু কিছু জিনিস আমার ভালা লাগে নাই।

ফজলঃ যেমুন?

মরগ্যানঃ (গলা খাঁকারী দিয়ে) ফাজেল সাব, ভুইল্যা যায়েন না যে, আমিই আফনের ইন্টারবিউ লইতাছি, আফনে আমারডা না। তয় কতা যহন একখান জিগাইছেন, তহন জবাব তো দেওন-ই লাগবো। (গলা নামিয়ে) আসলে বাংলাদ্যাশের রাস্তা-ঘাটে যেহানে-সেহানে মাইন্‌ষে 'ইয়া' করে। হেইডা আমার না-পছন্দ। এছারা দ্যাশডা খারাপ না।....(সামলে নিয়ে) সে যাউক্‌গা। হেইবার আফনের কতা কন্‌।

ফজলঃ সিডনী আমার ভালাই লাগছে। বাস-টুরে যাইতে যাইতে দ্যাখলাম তো সব। তয় খালি একখান জিনিস আমার ভালা লাগে নাই।

মরগ্যানঃ কুন্‌ জিনিস?

ফজলঃ রাস্তা-ঘাটে যেহানে-সেহানে মাইন্‌ষে নিজে না করলেও হ্যাগো কুত্তা-বিলায়রে দিয়া 'ইয়া' করায়। এছারা দ্যাশডা খারাপ না।

মরগ্যানঃ আফনের আর কিছু কওনের আছে কি?

ফজলঃ না। তয় আগে যেমুন শুনছিলাম, এইহানকার জীব-জানোয়ার, পুকা-মাকড়, সবকিছুই খুব বিরাট বিরাট– হেইডা ঠিক কতা না। যেমুন, অষ্টেলিয়ার টিকটিকি এত ছোডো যে, খালি চোখে দেহাই যায় না।

মরগ্যানঃ আফনে ভুল শুনছিলেন। এই দ্যাশে কুনো টিকটিকিই নাই, হের আবার ছোডো-বড়ো কি?

[ঠিক এই সময় টেলিভিশনে ক্যাংগারু দেখানো হচ্ছিলো। ফজল অবাক হোয়ে কিছুক্ষণ জন্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর সাংবাদিক সাহেবকে প্রশ্ন করলো।]

ফজলঃ আইচ্ছা, মুরগার আন্ডা ভাই, ওই যে লাফায়া লাফায়া চলতাছে, হেইডা কি অষ্টেলিয়ার জানোয়ার?

মরগ্যানঃ ধূ-উ-র, হেইডা জানোয়ার হইবো ক্যান, হেইডা তো অষ্টেলিয়ার একখান পুকা!

ফজলঃ কন্‌ কি, পুকা? কি পুকা?

মরগ্যানঃ ক্যান, আফনেগো দ্যাশে ঘাস-ফড়িং নাই? আফনে কুনোদিন ঘাস-ফড়িং দেহেন নাই?.....হাসাইলেন আমারে!!!

।মিঃ মরগান অ্যান্ডারসন তাঁর বিশাল ভুঁড়িটি দুলিয়ে দুলিয়ে সত্যি সত্যিই হাসতে থাকলেন। আর বেচারা ফজল চোখ ছানাবড়া ক'রে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে থাকলো 'অষ্টেলিয়ান ঘাস-ফড়িং'।।

(কল্পিত রচনা।)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১৭/০৩/২০০৭

দেশ বিদেশের বিচিত্র আলাপনের আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন